



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, প্রথম সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ৮, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ২৬

নৌসেনায় আরও দুটি জাহাজ

গোয়া: দেশীয় প্রতিরক্ষা জাহাজ নির্মাণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করল গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড। অত্যাধুনিক দ্রুত টহল জাহাজ বা ফাস্ট প্যাট্রল ভেসেল ‘আইসিজিএস অজিত’ (ইয়ার্ড ১২৭৭) আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই হস্তান্তরের আগে অনুষ্ঠিত হয় ‘ফাস্ট রিডিং’ অনুষ্ঠান। গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রজেশ কুমার উপাধ্যায়, ডিরেক্টর (অপারেশনস) রিয়ার অ্যাডমিরাল নেলসন ডি’সুজা, ডিরেক্টর (ফিনান্স) জাহাঙ্গীর আলম আনসারি, ডিরেক্টর (সিপিপি অ্যান্ড বিডি) নাগেশ দাস পাই-সহ সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর পক্ষেও একাধিক পদস্থ আধিকারিক এবং ‘আইসিজিএস অজিত’-এর কমান্ডিং অফিসার কমান্ড্যান্ট (জুনিয়র গ্রেড) মনীশ তালান উপস্থিত ছিলেন। ৬৫ শতাংশেরও বেশি দেশীয় উপাদানে নির্মিত এই জাহাজ ভারতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার পরিচয় বহন করছে। একই সঙ্গে এটি ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিরও প্রতিফলন। ৫১.৪৩ মিটার দীর্ঘ এবং ৮ মিটার প্রশস্ত ‘আইসিজিএস অজিত’-এর জলধারণ ক্ষমতা ৩৩০ টন এবং জাহাজটির ড্রাফট ২.৫ মিটার। জাহাজটিতে দুটি সামুদ্রিক ডিজেল

ইঞ্জিন রয়েছে, যা কন্ট্রোলেবল পিচ প্রপেলার বা সিপিপি-এর মাধ্যমে চালিত হয়। এই শ্রেণির দ্রুত টহল জাহাজের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে জাহাজটির চালনা দক্ষতা এবং সামগ্রিক কার্যক্ষমতা আরও উন্নত হবে। জাহাজটির সর্বোচ্চ গতি ২৭ নটের বেশি এবং এর কার্যক্ষম পরিসর



১,৫০০ নটিক্যাল মাইল। উন্নত ইন্টিগ্রেটেড মেশিনারি কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে জাহাজটির পরিচালন প্রস্তুতি, কর্মদক্ষতা এবং স্থায়িত্ব আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ‘আইসিজিএস অজিত’-এ থাকবেন ৬ জন আধিকারিক এবং ৩৫ জন নাবিক। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক নিরাপত্তা অভিযানে জাহাজটি ব্যবহার করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে মৎস্যসম্পদ সুরক্ষা, ভারতের এক্সক্লুসিভ

ইকোনমিক জোন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড)-এর নজরদারি, উপকূলীয় টহল, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং জলদস্যু-বিরোধী অভিযান। পাশাপাশি অনুসন্ধান ও উদ্ধার বা সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অভিযানেও জাহাজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ‘আইসিজিএস অজিত’-এর অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উপকূলীয় ও

সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও মজবুত করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে নজরদারিও এর ফলে বাড়ানো সম্ভব হবে। গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেডের এই জাহাজ হস্তান্তর দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় উন্নত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং দেশীয়করণের উপর জোর দিয়ে ভারতকে বিশ্বমানের জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, ‘আইসিজিএস অজিত’-এর মতো জাহাজ সেই প্রক্রিয়াকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের সামুদ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই ধরনের দেশীয়ভাবে নির্মিত প্ল্যাটফর্ম ভারতের ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতি-র বিকাশেও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড জানিয়েছে, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও দেশীয়করণের উপর ধারাবাহিক গুরুত্ব দিয়ে তারা ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। আইসিজিএস অজিতের পাশাপাশি, ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতায় যুক্ত হতে চলেছে আরও একটি অত্যাধুনিক ডুবুরি সহায়তা জাহাজ। আগামী ৩১ আগস্ট মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন করা হবে ‘নিপুণ’, নিস্তার শ্রেণির দ্বিতীয় ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল বা ডিএসভি। বিশেষায়িত এই জাহাজের অন্তর্ভুক্তি গভীর সমুদ্রে ডাইভিং এবং জলতলের বিভিন্ন অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াবে। বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড বা এইচএসএল দেশীয় প্রযুক্তিতে জাহাজটির নকশা ও নির্মাণ করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয় জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ‘নিপুণ’-এর নির্মাণকে *দ্বিতীয় পাতায়*

ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণে প্রথম কলকাতা বৈঠক

কলকাতা: তৃণমূল আমলে এই রাজ্যেই একের পর এক এক্সপায়ার ওষুধের ডোজে মারা গিয়েছেন একাধিক রোগী। সঙ্গে জুড়েছিল গোসদের ওপর বিষফোড়ার মতো উল্টোপাল্টা ওষুধের ব্যবহার। এমনকি আরজি কর কাণ্ডেও সেই ভুয়ো ওষুধের সংযোগ পাওয়া গিয়েছিল বলে বিভিন্ন সময় দাবি করেছেন তৎকালীন তৃণ বিরোধীরা। কিন্তু ক্ষমতা বদলের পরে, ভুয়ো ওষুধ, এক্সপায়ার ওষুধের ব্যবহারের সেই ভয়াবহ তীতিত ইতিহাসকে মুছে ফেলে, নতুন ভাবে শুরু করতে চাইছে কেন্দ্র-রাজ্য ডবল ইঞ্জিনের সরকার। দেশজুড়ে যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয়, তার গুণমান নিয়ন্ত্রণে কলকাতায় সর্বপ্রথম একটি বৈঠকের আয়োজন করল স্বাস্থ্য দফতর। দেশের ওষুধের গুণমান, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশন (আইপিসি) - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ আইপিসির উদ্যোগে কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরি (সিডিএল) এবং সেন্ট্রাল কসমেটিকস ল্যাবরেটরিতে (সিসিএল) প্রথমবারের মতো একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ বৈঠকের আয়োজন করে। ‘আইপি ২০২৬: পার্সপেক্টিভস, সাজেশনস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক এই বৈঠকে দেশের ফার্মাকোপিয়াল মান এবং ওষুধের গুণমান আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আইপিসির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো সাতটি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া নাইট্রোসামিন ইমপিউরিটিজ রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড চালু করা। এর মধ্যে রয়েছে এন-নাইট্রোসোডাইমিথাইলামিন (এনডিএমএ), এন-নাইট্রোসোডাইইথাইলামিন (এনডিইএ), এন-নাইট্রোসোইথাইলআইসোপ্রোপাইলামিন (এনইআইপিএ), এন-নাইট্রোসোডিবিউটাইলামিন (এনডিবিএ),

এন-নাইট্রোসোমিথাইলফেনাইলামিন (এনএমপিএ), এন-নাইট্রোসোডাইআইসোপ্রোপাইলামিন (এনডিআইপিএ) এবং এন-নাইট্রোসো-এন-মিথাইল-৪-অ্যামিনোবিউটারিক অ্যাসিড (এনএমবিএ)। নাইট্রোসামিন অত্যন্ত শক্তিশালী জেনোটক্সিক এবং ক্যান্সিনোজেনিক যৌগ। ওষুধ উৎপাদনের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে এগুলি তৈরি হতে পারে। উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং অথবা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের দূষণের মাধ্যমেও নাইট্রোসামিনের উপস্থিতি দেখা দিতে পারে। ফলে ওষুধে এই ধরনের অমিশ্রণ নিয়ন্ত্রণ করা জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, ডায়াবেটিস এবং যক্ষ্মা-সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে নাইট্রোসামিন অমিশ্রণের নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে। নতুন সাতটি রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড চালুর ফলে ওষুধে নাইট্রোসামিনের উপস্থিতি আরও নির্ভুলভাবে শনাক্ত ও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ওষুধ পরীক্ষার পাশাপাশি পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈধতা যাচাই, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত মান মেনে চলার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গুণমানের মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স উপাদানের ক্ষেত্রে দেশের আত্মনির্ভরতা তৈরিতেও এটি সহায়ক হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশনের সচিব তথা সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর ড. ভি. কৈলাসেলভন বলেন, ওষুধের গুণমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরির সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে আইপিজিএমইআর কলকাতার ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান *দ্বিতীয় পাতায়*

মিসাইল প্রযুক্তি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের

শিবাজী লাহিড়ী
নয়াদিগ্লি: প্রতিবেশি দেশগুলির মধ্যে ঘাড়ের কাছেই শ্বাস ফেলেছে ভ্রাগনদেশ চিন। সঙ্গে সহযোগী পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ইতিমধ্যেই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। তবে সরকারি লাল ফিতের ফাঁস যাতে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোনওরূপ বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়ায়, তার লক্ষ্যই এখন ভারতের কাছে প্রধান। সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় দেশীয় উদ্যোগের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে অংশীদার বানাতে চাইছে রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা দফতর। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও-র তৈরি সমস্ত প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রযুক্তি হস্তান্তর (ট্রান্সফার অব টেকনোলজি বা টিওটি) ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। নির্ধারিত যোগ্যতা, সার্টিফিকেশন এবং নিয়ন্ত্রক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে দেশীয় সংস্থাগুলি এবার এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাগুলির উৎপাদন করতে পারবে। মন্ত্রকের দাবি, এতে যেমন সরকারি লাল ফিতের ফাঁস কমবে, তেমনই আপৎকালীন ব্যবস্থায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে সেনাকে কোনও ধরনের বাধার সম্মুখীনও হতে হবে না। পাশাপাশি, দেশীয় ক্ষুদ্র,

মাঝারি শিল্পগুলিও দেশের স্বার্থ রক্ষায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই উদ্যোগকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বা আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডিআরডিও-র গবেষণা ও উন্নয়নের পর্যায় থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিকে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি

করবেন, তাদেরকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে বলে নিশ্চিত করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর দাবি, দেশীয় প্রযুক্তির অপব্যবহার যাতে কোনওভাবেই না হয়, সেবিষয়টিকেও নিশ্চিত করা হবে। কেন্দ্রের এই উদ্যোগের ফলে দেশের সামরিক সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির উপর নির্ভরতা কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন এবং দেশীয় মূল্য সংযোজন বাড়বে। ডিআরডিও দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের মাধ্যমে সেই প্রযুক্তির গ্রহণ, উৎপাদন ও বাণিজ্যিক পরিসরে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই অতিচরম আবহাওয়ায় সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক নির্মাণ সহ একাধিক ক্ষেত্রে

ট্রান্সফার অফ টেকনোলজির কাজ শুরু হয়েছে। তবে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই বৃহত্তর শিল্প-সংযোগ সেই প্রক্রিয়াকেই আরও ত্বরান্বিত করবে। যার দরুণ গবেষণাগারে তৈরি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিকে দ্রুত শিল্প উৎপাদনে নিয়ে আসার পাশাপাশি, দেশীয় নির্মাতাদের সক্ষমতা বাড়ানো ও একটি বিস্তৃত প্রতিরক্ষা উৎপাদন-পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নয়া উদ্ভাবনী সম্ভাবনাও বাড়বে বলে আশাবাদী ডিআরডিও।



সম্পাদকীয়

একটি ছাত্র চাকরির পরীক্ষায় কাগজপত্র যাচাই করাচ্ছিলেন। সেই যাচাইয়ের সময়ই ধরা পড়ল, তাঁর জাতিগত শংসাপত্রটি ভুয়ো। অথচ সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই তিনি সংরক্ষিত শ্রেণির সুবিধা পেয়েছিলেন এবং মেধাতালিকায়ও তুলনামূলক ভালো অবস্থানে পৌঁছেছিলেন। একটি নথির সত্যতা যাচাই হতেই তাই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল তাঁর গোটা সাফল্য। ঘটনাটি একদিকে যেমন চমকপ্রদ, তেমনই এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরও বড় একটি সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রশ্ন—যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় ভুয়ো নথির আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা কতটা ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছেছে? একটি সার্টিফিকেট নিছক একটি কাগজ নয়। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে কোনও ব্যক্তির পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান কিংবা নির্দিষ্ট কোনও অধিকার পাওয়ার স্বীকৃতি। সেই সার্টিফিকেটই যখন জাল করা হয়, তখন প্রতারণা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হয় না; প্রতারণা হয় গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে। বিশেষ করে চাকরির পরীক্ষার মতো তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এর অভিঘাত আরও গুরুতর। জাতিগত শংসাপত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সংবেদনশীল। সংরক্ষণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও বঞ্চিত মানুষের জন্য সাংবিধানিক সুযোগ তৈরি করা। সেই ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়ার জন্য কেউ যদি মিথ্যা পরিচয় বা ভুয়ো নথির আশ্রয় নেন, তাহলে ক্ষতি হয় দু’দিকেই। প্রকৃত সুবিধাভোগী তাঁর প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, আর সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের মুখে পড়ে। প্রশ্ন হল, একটি ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈরি হল কীভাবে? কে সেটি তৈরি করল? কোন স্তরে তা যাচাইয়ের চোখ এড়িয়ে গেল? কোনও দালালচক্র এর সঙ্গে যুক্ত কি না? কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেউ

জেনেশুনে সহযোগিতা করেছে কি না? শুধু সার্টিফিকেট ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলবে না। প্রয়োজন হলে নথি তৈরির উৎস থেকে শুরু করে তার ব্যবহার পর্যন্ত গোটা চক্রের তদন্ত করতে হবে। আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি পরীক্ষায় সতিই ভালো ফল করেন, তবুও ভুয়ো নথির সাহায্যে পাওয়া সুবিধা বৈধ হয়ে যায় না। মেধা কখনও প্রতারণার লাইসেন্স হতে পারে না। একইভাবে, কোনও প্রার্থীর প্রকৃত মেধাকে অস্বীকার করারও কারণ নেই। তাই তদন্তে মেধা, যোগ্যতা এবং নথির বৈধতা—এই তিনটি বিষয়কে পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আজকের চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা এতটাই তীব্র যে একটি অতিরিক্ত নম্বর, একটি সংরক্ষিত সুযোগ কিংবা মেধাতালিকায় কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া একজন প্রার্থীর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। সেখানে ভুয়ো সার্টিফিকেট ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া আসলে অন্য একজনের প্রাপ্য সুযোগ কেড়ে নেওয়ার সামিল। যে ছাত্র বছরের পর বছর পড়াশোনা করে, পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় এবং বৈধ নথি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে, তার কাছে এই ধরনের জালিয়াতি নিছক নিয়মভঙ্গ নয়—এটি সারসরি অন্যায়। শেষ পর্যন্ত একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি হল বিশ্বাস। পরীক্ষার ফল, সার্টিফিকেট, মেধাতালিকা কিংবা নিয়োগপত্র—প্রতিটি নথির উপর মানুষের আস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই আস্থা একবার নষ্ট হয়ে গেলে শুধু একজন প্রার্থী নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোটা ব্যবস্থাই। যোগ্যতার জায়গায় যোগ্যতাই কথা বলুক। সংরক্ষণের জায়গায় প্রকৃত অধিকারীই সুযোগ পান। আর সার্টিফিকেট হোক অর্জনের স্বীকৃতি—প্রতারণার হাতিয়ার নয়।

পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ ছয় প্রকল্পে নজর পিএম-র

নয়াদিিল্লি: দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন, আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয় এবং সময়সীমা মেনে কাজ শেষ করার উপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সেবা তীর্থে অনুষ্ঠিত প্রগতি বা প্রো-অ্যাকটিভ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন-এর ৫৩তম বৈঠকে রেল, সড়ক ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মতো ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তিনি। নয়টি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত এই ছয়টি প্রকল্পের সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনা এবং নাগরিক পরিষেবার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলির গুরুত্ব রয়েছে। বৈঠকে প্রকল্পগুলির নির্ধারিত সময়সীমা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান এবং দ্রুত কাজ শেষ করার বিষয়গুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো প্রকল্পে দেরির প্রভাব শুধুমাত্র ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকল্পের সুফল নাগরিক, ব্যবসা এবং সামগ্রিক অর্থনীতির কাছে পৌঁছাতেও দেরি হয়। তাই কোনও বৃহৎ প্রকল্পকে বিচ্ছিন্ন অংশ, প্যাকেজ বা আলাদা নির্মাণপর্ব হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত পরিকাঠামো প্রকল্প হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। তাঁর মতে, প্রকল্পের প্রতিটি পৃথক অংশের কাজ শেষ হওয়া শেষ কথা নয়; গোটা প্রকল্প সময়মতো সম্পূর্ণ হয়ে তা কার্যকরভাবে চালু হলেই প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্ভব। এই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারগুলিকে প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি এন্ড-টু-এন্ড বা সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে আরও বেশি দায়িত্ববোধ এবং সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। বড় পরিবহণ ও পরিকাঠামো প্রকল্পের পরিকল্পনার সময় সম্ভব হলে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য কমন ইউটিলিটি করিডর তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেন তিনি। প্রযুক্তিগত ও

অর্থনৈতিকভাবে তা সম্ভব হলে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়েই এই ধরনের সমন্বিত পরিকাঠামোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রক ও রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গতি এবং গুণমান—দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দ্রুত কাজ শেষ করার পাশাপাশি নির্মাণের গুণমানের সঙ্গে কোনও আপস করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে গুণমান যাচাই ও নজরদারি আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন তিনি। বৈঠকে ডিজিটাল কৃষি মিশনের আওতায় এগ্রিস্ট্যাক-এর অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সহ সর্বশেষ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষির ইনপুট পরিকল্পনা থেকে শুরু করে উৎপাদন-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত গোটা মূল্যশৃঙ্খলে তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন তিনি। কৃষি সংক্রান্ত তথ্যের আরও কার্যকর ব্যবহার হলে কৃষকদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক হস্তক্ষেপ, উন্নত পরিকল্পনা এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এগ্রিস্ট্যাক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এর ব্যবহার আরও সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে সাইবার প্রতারণা এবং ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর মতো অপরাধ নিয়েও আলোচনা হয়। এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা এবং সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষার উপর ধারাবাহিকভাবে জোর দেওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, যুবসমাজ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশের মানুষের মধ্যে নিয়মিত ও লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে প্রতারণার প্রচলিত কৌশল, বিপদের লক্ষণ এবং নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নিষেধাজ্ঞা নয়- দাদাগিরি

তেহরান/ওয়াশিংটন: ইরানের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকভাবে আরও কোণঠাসা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারিত নিষেধাজ্ঞার তীব্র বিরোধিতা করল তেহরান। ইরান এই পদক্ষেপকে “আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন” এবং “পদ্ধতিগত দাদাগিরি” বলে আখ্যা দিয়েছে। একই সঙ্গে ইরানের দাবি, বিশ্বের বহু দেশ এই মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না। প্রায় ছয় মাস ধরে চলা সংঘাতের মধ্যে সোমবার মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট ‘অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট’ নামে নতুন অর্থনৈতিক চাপের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি সতর্ক করেন, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া দেশ বা সংস্থাগুলিকে ভবিষ্যতে ডলারভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে রাখা হতে পারে। তবে কোন দেশ বা সংস্থার বিরুদ্ধে কবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে নিয়ম মেনে চলার জন্য কিছু সময় দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, সংঘাত নিরসনের কূটনৈতিক উদ্যোগেও নতুন ইঙ্গিত মিলেছে। ইরান ও ওমান মঙ্গলবার হরমুজ প্রণালীতে একটি যৌথ অস্থায়ী নৌ-চলাচল করিডর তৈরির প্রস্তাব এবং প্রণালী থেকে মাইন অপসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবাহিত হত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্প দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালীর সমস্ত মাইন ইতিমধ্যেই সরানো বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ভবিষ্যতে কোনও জাহাজ বা নৌকা নতুন করে মাইন পূর্তিতে গেলে তা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শুধু ইরানের বিরুদ্ধে নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের জন্যও হুমকি। তাদের বক্তব্য, “যে কোনও সম্মানজনক রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এই ধরনের আইনবহির্ভূত চাপ মেনে নেবে না।” নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৬০ জন ব্যক্তি, সংস্থা ও জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। তবে ইরানের তেল বাণিজ্যে যুক্ত বলে সন্দেহভাজন কোনও চীনা ব্যাকের নাম এই তালিকায় নেই। কয়েক বছর ধরেই চীন ইরানি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। যদিও জুলাই মাসে মার্কিন নৌ অবরোধ পুনরায় শুরু হওয়ার পর চীনে ইরানি তেল রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। চীনও স্পষ্ট জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হয়। এতে অন্য কোনও দেশের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। ইরানের অর্থমন্ত্রী আলি মাদানিজাদেহ দাবি করেছেন, চীন ও রাশিয়া মার্কিন পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি এবং আরও অনেক দেশও এই

চাপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। এদিকে হরমুজ প্রণালীর প্রবেশমুখে ওমান উপকূলের কাছে একটি তেলবাহী জাহাজ অজ্ঞাত পরিচয় ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রিটেনের ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রേড অপারেশনস জানিয়েছে, হামলার পর জাহাজটি অচল হয়ে পড়ে। যদিও হামলার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানও নতুন করে সক্রিয় হয়েছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তেহরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনায় “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি” হয়েছে এবং আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তেজনা প্রশমিত করা ও হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার পথ খোঁজা। সংঘাতের তীব্রতা কিছুটা কমেছে বলেই মনে করছে ওয়াশিংটন। মার্কিন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দূতাবাসে সরিয়ে নেওয়া কূটনৈতিক কর্মীদের ধীরে ধীরে ফিরিয়ে পাঠানো শুরু করেছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি দূতাবাস পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করবে না। এদিকে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন জনসমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং কংগ্রেস নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাও রেকর্ড নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা এখনও স্পষ্ট নয়।

সেমিকন ও এআই সহযোগিতায় ভারত-জাপ কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ

টোকিও: জাপানের সেমিকম শিল্পকে দেশের গণ্ডীতে এনে, ভারতে সেমিকন হাব তৈরিতে নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিপূর্বে জাপ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরেও এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল। এবারে শিল্পমন্ত্রী পর্যায়ে উদ্যোগমূলক কাজে জোর দেওয়ার কথা বলেন, পীযুষ গোয়েল। মঙ্গলবার, জাপানের শিল্পদ্যোগীদের সামনে ভারতের ক্রমবর্ধমান সেমিকন শিল্পে বিনিয়োগ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন পীযুষ। পাশাপাশি বৈঠকে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি ও শিল্পদক্ষতার সঙ্গে ভারতের বিপুল দক্ষ মানবসম্পদের সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পীযুষ গোয়েল জানান, ২০৩২ সালের মধ্যে ভারতে সেমিকন্ডাক্টরের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে পারে। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে চিপ ডিজাইন, সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, চিপ নির্মাণ, এএমটিপি/ওএসএটি, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকে কেন্দ্র করে ভারত একটি বিস্তৃত সেমিকন্ডাক্টর পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ‘সেমিকন ইন্ডিয়া ১.০’-এর আওতায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ‘সেমিকন ইন্ডিয়া ২.০’-এর আওতায় আরও ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরকারি সহায়তার কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তাঁর বক্তব্য, এই উদ্যোগগুলি দেশে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সম্পূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর বাস্তবস্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ভারতের দক্ষ ও প্রতিভাবান মানবসম্পদের সঙ্গে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি, প্রকৌশল দক্ষতা এবং শিল্প-অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো গেলে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং প্রযুক্তি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে বলেও বৈঠকে উল্লেখ করেন গোয়েল। তিনি কৌশলগত এই দুই ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের সহযোগিতা আরও গভীর ও বিস্তৃত করতে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠকে টোকিও ইলেকট্রন, দাইফুকু, প্রেফার্ড নেটওয়ার্কসসহ ২১টি জাপানি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ভারতীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জাপানি সংস্থাগুলি ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ও এআই ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার উপর আস্থা প্রকাশ করে। পাশাপাশি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘ডেভেলপ ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও জানায় তারা। সংস্থাগুলি ভারতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়েও মন্ত্রীকে অবহিত করে। শিল্প প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পরামর্শ ও সমস্যার বিষয়গুলি দ্রুত বিবেচনা করার আশ্বাস দেন গোয়েল।

